কারিগরি শিক্ষাকে দেয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। রাজধানীতে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও সরকারি কলেজ নির্মাণের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে ১ হাজার ২২১ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে এমনি অনেক সাফল্য এনেছে।

মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়ন

মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে প্রায় ১ হাজার ২২১ কোটি টাকার দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। এর একটি হচ্ছে 'নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পে প্রায় ৭৩৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। অপরদিকে ৪৮২ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে 'মাদরাসা শিক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উপবৃত্তি এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি উন্নয়ন করা হবে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মাদরাসা উন্নয়নে এ সরকারই কাজ করছে। সরকারের উদ্যোগে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদরাসা এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় ১শ'টি মাদরাসায় চালু করেছে ডোকেপন্যাল শিক্ষা কোর্সসহ সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদরাসা শিক্ষার বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো ৩১টি মাদরাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী একটি পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এক দিনে বা রাতারাতি জাতীয় শিক্ষানীতির সবকাজ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে অনেকখানি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। বড় বড় অনেকগুলো বিষয়ের বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রথম ক্লাসে পাঠ্যবই তুলে দিতে পারা, ১ জানুয়ারি ক্লাস শুরু করা, ৫ম শ্রেণীতে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও ৮ম শ্রেণীতে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা চালু করা, শিক্ষা প্রশাসনে তথ্যপ্রযুক্তির সংযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। মন্ত্রী বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

যথার্থভাবে সময়কে কাজে লাগাতে আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফর্ম পূরণ, প্রবেশপত্র পাওয়া, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ, পুনর্নিরীক্ষা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি, ই-বুক, নিয়োগের সার্বিক কার্যক্রম, প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ, সার্কুলারসহ অধিকাংশ কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ধারায় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রতিফলন ঘটছে। এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বসেই ইন্টারনেটে ইএসআইএফ (ইলেক্ট্রনিক স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফর্ম) ফর্ম ফিলাপ করে শিক্ষা বোর্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং বোর্ড তা ডাউনলোড করে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর বসিয়ে দেয়। পুনরায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসেই তা ডাউনলোড করা হয়। এভাবেই ইএফএফ (ইলেক্ট্রনিক ফর্মফিলাপ) পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে ফর্মফিলাপ পূরণ করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী ও লেখাপড়ার প্রতি অধিক আগ্রহী করে তোলার জন্য বর্তমান সরকার বছরের শুরুতেই ২০১০ ও ২০১১ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪২ কোটি পাঠ্যপুস্তক ১ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী সংখ্যা ১১৮টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমপিওভুক্ত

এবছর বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদরাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ ছাড় না দেয়ায় এবছর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। দীর্ঘ ৭ বছর পর গতবছর ২০১০ সালে ১১২ দশমিক ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করে সারাদেশে ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

'ভিশন ২০২১'-কে সামনে রেখে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ট্রেড কোর্সসমূহকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য ১৪১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১ বছরে ৬টি প্রকল্প যথাক্রমে- ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, খ) মৌলভীবাজার জেলায় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, গ) সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, ঘ) ফরিদপুর প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় স্থাপন, ঙ) ময়মনসিংহে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন চ) স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ৩ হাজার ৩২৮ দশমিক ৮১ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 'ইনট্রোডাকশন অব আইসিটি কোর্সেস টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি কলেজ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০টি স্নাতকোত্তর কলেজে আইসিটি প্রবর্তন করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১-কে সামনে রেখে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার আলোকে পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজের কোর্সসমূহকে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় সরকারের সাফল্য

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় : বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছিল শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। সঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি, ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি সেশনজটমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার বাস্তবায়ন হয়েছে। দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টিতেই বর্তমান সরকারের সময়ে কোন ধরনের সেশনজট ছিল না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্যও নেয়া হয় অনেকগুলো ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াইফাই ইন্টারনেট সংযোগ ও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনসহ প্রায় প্রতিটি বিভাগেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। যা সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথকে সুগম করেছে। এই সরকারের সময়ে গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রাঙ্গামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : শিক্ষার গুণগতমান ও প্রযুক্তিব্যবহার করায় পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর উন্নয়নেও এই সরকারের সাফল্য সবচেয়ে বেশি। শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনের জন্য ইতোমধ্যে ছাত্রীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ১০ তলা বিশিষ্ট সুফিয়া